জিহাদ পরিত্যাগকারীদের উদ্দেশ্যে বার্তা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও তাঁর মিত্রদের প্রতি, তারপর,
সকল মুসলিমদের প্রতি, বিশেষভাবে ইরাক ও শামের মুসলিমদের প্রতি:
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ..

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে তিনি বলেছেন, (তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে)। তিনি আরও বলেছেন, (দ্বীন হল নাসীহাহ)। আমি এ ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি যে আমি আপনাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। এবং আমি আপনাদের জন্য বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই আমার থেকে শুনুন ও উপলব্ধি করুন। কারণ আজ হিসাব ব্যতিরেকে আমল আর আগামীকাল আমল ব্যতিরেকে হিসাব!!
হে মুসলিমগণ! আমি আপনাদের মধ্য হতে জিহাদ পরিত্যাগকারীদের সম্বোধন করে বলছি – যারা নিজ চোখে দেখছে ও নিজ কানে শুনতে পাচ্ছে যে ইসলামী খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে লড়াই, প্রকৃত ইসলামের গোড়া কর্তন, মুওয়াহহিদ মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করতে কিভাবে আরব-অনারব কুফফার জাতি সমবেত হয়েছে – এ মহাযুদ্ধ ও বিরাট ঘটনা প্রবাহের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কী?
আপনারা কি দূর থেকে লড়াই পর্যবেক্ষণ করে পশ্চাদ্বর্তীদের (নারী, শিশু ও পঙ্গুদের) সাথে বসে থাকতে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন? আপনারা কি মুনাফিকদের সাথে বসে থাকতে পছন্দ করেন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, {তারা পশ্চাদ্বর্তীদের সাথে বসে থাকতে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছে আর তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে তাই তারা বোঝে না।} আপনারা কি আপনাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর কৌশল ও ঢিল দেয়ার ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গিয়েছেন!? আপনারা কি মহা পরাক্রমশালী সত্তার ক্রোধ ও প্রতিশোধকে ভয় করেন না!!?
হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! আপনারা আপনাদের দ্বীনের জন্য কী করেছেন অথচ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিদিন প্রতিটি স্থানে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে? আপনারা কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে বসে থাকেন অথচ আপনাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের রক্ত, দেহ, সম্পদ ও পরিবার-পরিজন দ্বারা আপনাদের আরাম ও প্রশান্তির মূল্য প্রদান করছেন!? কিভাবে আপনারা বসে থেকে প্রশান্তি লাভ করেন অথচ জমিনে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টজীবের হাতে মুসলিমগণ প্রচণ্ড শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে!? বরং আপনারা কিভাবে বিছানায় স্বাদ অনুভব করেন অথচ আপনাদের স্বাধীন বোনেরা তাগুতদের কারাগারে বন্দী!? শুধু ইরাকেই – খোদ ইরাকের সাফাভী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী!! – কারা শিকের ভেতর ৫১৩০ জন স্বাধীন মুসলিম নারী বন্দী রয়েছে। তাদের থেকে ধর্ষিতা হয়েছে ৩৩৩০ জন, গর্ভ ধারণ করে সন্তান প্রসব করেছে ১২০০ জন ও ধর্ষণের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে ১৮০ জন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!!

আল্লাহর কাছে আপনাদের অজুহাত কী হবে যদি তিনি আপনাদেরকে বাগদাদ, দামেস্ক আর হায়ের এর নারী বন্দীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন.. যারা আপনাদের কাছে মুক্তির জন্য শতবার সাহায্য প্রার্থনা করেছে; ওয়া ইসলামাহ!! ওয়া উখাইয়াহ!! ওয়া মু'তাসিমাহ!!?

হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! আপনারা কি ধারনা করেন যে, আপনারা জিহাদের বিধান দ্বারা আদিষ্ট নন!? আপনাদের দায়িত্ব শুধু মুজাহিদদের জন্য দোয়া করা!? আর তা করলেই আপনারা তাদের সাহায্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করে ফেললেন!? আপনারা কি মুসলিম নন!? আপনাদের কিতাব কি কুরআন নয়!? আপনাদের নবী কি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নন!? আপনাদের দ্বীন কি ইসলাম নয়!? আল্লাহ তাআলা কি বলেন নি, {তোমাদের উপর লড়াইকে ফরজ করা হয়েছে}!? বলুন তো এটি কোন লড়াই যা আল্লাহ আপনাদের উপর ফরজ করেছেন!? এটি কি স্ত্রীদের সাথে ঘরের ভেতর বিছানা ও গদিতে বসে থেকে জিহাদ করা যেমনটি আপনারা দাবী করেন!? কেন আপনারা আল্লাহ তাআলার এ আয়াতসমূহ পালন করেন, {তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে}, {তোমাদের উপর কিসাসকে ফরজ করা হয়েছে} কিন্তু তাঁর এ আয়াত পালন করেন না, {তোমাদের উপর লড়াইকে ফরজ করা হয়েছে}!? আল্লাহ ছাড়া আপনাদের কি অন্য কোন ইলাহ আছে!? নাকি কুরআন ছাড়া আপনাদের অন্য কোন কিতাব আছে!? আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করা কি শুধু বর্তমানে বিদ্যমান মুজাহিদদেরই কাজ, শুধু তাদেরই দায়িত্ব!? আপনারা কি মানুষের উর্ধ্বে যে আপনারা মুজাহিদদের সাথে শত্রু প্রতিহত করার কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না, যে শত্রু ফসল ও নসল ধ্বংস করতে চায় ও আপনাদের নিঃশেষ করতে চায়!? যদি আপনারা ঘরে বসে থাকেন তাহলে কি আপনারা নিজেদের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারেন!? {আপনি বলুন, যদি তোমরা তোমদের ঘরে থাকতে তবুও যাদের ভাগ্যে মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তারা বেরিয়ে আসত তাদের শয়নক্ষেত্রে} অতঃপর ইরাক, শাম ও অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠিত দাওলাতুল ইসলাম কি শুধু মুজাহিদদেরই রাষ্ট্র যাদের সংখ্যা কয়েক হাজার আর আপনাদের সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন!? এটি কি আপনাদেরও রাষ্ট্র নয়!? আপনারা কি জমিনে আল্লাহর বিধান উপভোগ করেন নি!? মজলুমের প্রতি ইনসাফ ও জালিমকে পাকড়াও করতে দেখেন নি!? আপনারা কি নিজেদের সম্মান ও জান-মালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশান্তিতে ঘুমান নি!? আপনারা কি খিলাফাহ'র ছায়ায় সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ান নি!? এ সব কিছুর কি কোনই মূল্য নেই!? মুজাহিদগণ বিসর্জন দেবেন আর আপনারা শুধু উপভোগ করবেন!?
হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! আল্লাহ তাআলা কি বলেন নি, {তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ফিতনা না থাকে এবং পরিপূর্ণ দ্বীন হয় আল্লাহর জন্য}!? আপনারা কি মহা ক্ষমতাধর ও পরাক্রমশালী সত্তার এ বাণী শ্রবণ করেন নি, {তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাও এবং তাদের পাকড়াও কর ও অবরুদ্ধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি স্থানে ওঁত পেতে বসে থাক}!? আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কি বলেন নি, {তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর তাহলে আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের হাতে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন ও তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের চিত্তকে প্রশান্ত করবেন ও তাদের মনের ক্রোধ দূর করবেন}!? আপনাদের রব কি আপনাদের এ বলে আদেশ করেন নি, {তোমরা যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য ধর্ম অবলম্বন করে না, যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় যিজয়া প্রদান করে}!? আল্লাহ তাআলা কি বলেন নি, {হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর আর যেন তারা তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে }!? আপনি এ সকল আয়াতকে কি করবেন যার অনুরূপ আল্লাহর কিতাবে অনেক রয়েছে!? আপনার কিতাব তো ইসলামের কিতাব, যাতে সামনে থেকে বা পেছন থেকে মিথ্যা বা কমতি আসতে পারে না, তা মহা প্রজ্ঞাময় চির প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যা আপনি পাঠ করেন রাতের মাঝে ও দিবসের প্রান্তে।
হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! আপনারা কি এ আয়াত পড়ে ভয় পান না, {হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় বেড়িয়ে পড় তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর!? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছ!? তো আখিরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী অতি সামান্য। যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়কে আনবেন। আর তোমরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান} আপনারা কি এক আল্লাহর এ কথা শুনে ভীত হন না, {যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত তাহলে তারা তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন তাই তাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা বসে থাক বসে থাকা ব্যক্তিদের সাথে} মহান সত্তার এ বাণী কি আপনাদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করে না, {পশ্চাদ্বর্তীরা আল্লাহর রাসূলের পেছনে বসে থেকে খুশি হয়ে গিয়েছে এবং তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে অপছন্দ করেছে আর তারা (পরস্পরকে) বলেছে, তোমরা গরমে বের হয়ো না। আপনি বলুন, জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম যদি তারা তা বুঝত}!? আপনারা কি কোনদিন পশ্চাদ্বর্তীতার কারণে আপনাদেরকে জিহাদের কল্যাণ থেকে দূরে রাখার শাস্তি নিয়ে ভাবেন নি, এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে, {যদি আল্লাহ আপনাকে ফিরিয়ে দেন তাদের কোন দলের কাছে অনন্তর তারা যদি আপনার কাছে বের হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তাহলে আপনি বলুন, তোমরা কিছুতেই আমার সাথে বের হবে না এবং আমার সাথে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে না। তোমরা প্রথমবার বসে থাকায় সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছ। সুতরাং তোমরা পশ্চাদ্বর্তীদের সাথে বসে থাক}!? আপনারা কি পেছনে থেকে যাওয়া তিন সাহাবার ঘটনা শোনেন নি!? {আর (তিনি তাওবাহ কবুল করেছেন) সে তিন জনের যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল। একপর্যায়ে যখন জমিনের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তা তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে এল এবং সংকীর্ণ হয়ে এল তাদের নিকট তাদের প্রাণ ও তারা বিশ্বাস করল যে আল্লাহর মোকাবেলায় তাঁর নিকট ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই (তখন তিনি তাদের প্রতি দয়া করলেন) অতঃপর তাদের তাওবাহ কবুল করলেন যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী ও চির দয়ালু।} তাদের গোনাহ কী ছিল? তারা কী অপরাধ করেছিলেন? তা হল জিহাদ পরিত্যাগ করা, তা হল জিহাদ পরিত্যাগ করা। একটু ভাবুন, তারা সাহাবা, শ্রেষ্ঠতম মানুষ, বিভিন্ন যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বের হয়েছেন.. কিন্তু তাদের প্রতিদান কী হল!? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমগণ তাদেরকে পঞ্চাশ দিন বর্জন করলেন, অথচ তারা আল্লাহর কাছে তাওবাহ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সত্য বলেছিলেন!! কিন্তু আল্লাহ পঞ্চাশ দিনের পূর্বে তাদের তাওবাহ কবুল করেন নি!! আল্লাহর কসম! বিষয়টি অনেক গুরুতর। সুতরাং আপনারা মনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন এবং হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তার হিসাব গ্রহণ করুন।
হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! আমরা তো আপনাদেরকে আপনাদের মুজাহিদ ভাইদের সাহায্যও করতে দেখি নি; ক্রুসেডার, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ও তাগুতদের বিরুদ্ধে লড়াইও করতে দেখি নি, তবে কেন আপনারা বসে আছেন!? আপনাদের এ দুর্বলতা ও অবসন্নতার কারণ কী!? জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের কুফুরী ও বিরাট বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও এ লাঞ্ছনা মেনে নিত না যা আজ মুসলিম উম্মাহ সহ্য করছে। তারা এটি মেনে নিত না যে, পবিত্রতা বিনষ্ট অবস্থায় শত্রুর হাতে তাদের কন্যা সন্তান থাকবে.. তারা এটি মেনে নিত না যে, কেউ তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিবে.. তারা এটি মেনে নিত না যে, কোন শত্রু তাদের ভূমির পবিত্রতা বিনষ্ট করবে.. তাই তারা হাজার বার নিহত হতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু লাঞ্ছনার কোন দৃশ্য দেখতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আপনাদের কী হল হে মুসলিমগণ! যাদেরকে আল্লাহ সম্মান দান করেছেন ও তাদের শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, {তারা বলে, যদি আমরা মদিনায় ফিরে যাই তাহলে সম্মানিত লোকেরা অসম্মানিত লোকদের সেখান থেকে বের করে দেবে। আর সম্মান আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য ও মুমিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা (তা) জানে না।} তো অন্ধ জাহেলী যুগের লোকেরা কি আপনাদের চেয়ে উত্তম ও অধিক আত্মমর্যাদাশীল!!??
হে জিহাদ পরিত্যাগকারী! যদি আপনি দাবী করেন যে, আপনি এক সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত যেমন শয়তান আপনার কাছে সুসজ্জিত করে আপনাকে কুমন্ত্রণা দেয় যে আপনি আপনার সন্তানদের প্রতিপালন করছেন.. এটাই জিহাদ, আপনি জীবন ধারণের আহার যোগাতে কাজ করছেন ও পরিশ্রম করছেন.. এটাই জিহাদ, আপনি মানুষকে শিক্ষা দান করছেন ও তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন... এটাই জিহাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে শয়তান আপনাকে ধোঁকা দেয় যে মুজাহিদ হওয়ার জন্য অস্ত্র বহন করার কোন প্রয়োজন

নেই বরং এছাড়াও জিহাদের অনেক দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে!! হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! এটা সত্য যে আপনারা প্রহরায় নিয়োজিত। তবে আপনারা স্ত্রী, পেট ও প্রবৃত্তির প্রহরায় নিযুক্ত। দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুর ভয় আপনাদেরকে ভারাক্রান্ত করে দিয়েছে। এটিই আপনাদের বাস্তবতা যে ক্ষেত্রে আমরা কোন লৌকিকতা করতে পারি না। এটিই আপনাদের লাঞ্ছনা ও ভঙ্গ মনোবলের কারণ যা আপনারা এখন পর্যন্ত অতিক্রান্ত করছেন। যেমনটি বলে গিয়েছেন সত্য সংবাদপ্রাপ্তি সত্যবাদী রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করবে এবং গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে ও ফসল নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, তিনি তা তোমাদের থেকে তুলে নিবেন না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।) হাদিসটি সহিহ, আহমাদ ও আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আপনারা যে লাঞ্ছনার মাঝে রয়েছেন তা কিছুতেই তুলে নেয়া হবে না অস্ত্র বহন করা ব্যতীত, রক্ত ও কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যতীত, বিরাট ত্যাগ ও কুরবানি ব্যতীত।

লাঞ্ছনার প্রাচীর বিধ্বস্ত করা যায় না *** বুলেট বর্ষণ ব্যতিরেকে
স্বাধীন তো আত্মসমর্পণ করে না *** কাফির নাফরমানের সম্মুখে
রক্ত প্রবাহ ছাড়া মোছা যায় না *** লাঞ্ছনা ললাটের উপর থেকে

হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! আপনারা ইতিপূর্বে আর্মি, পুলিশ, রাফিদী ও নুসাইরীদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের লড়াইকে অপছন্দ করতেন!! এবং তাদের পক্ষ সমর্থন করতেন এ বলে যে, তারা মুসলিম, যাতে আপনারা বসে থাকার বৈধতা আদায় করতে পারেন এবং আপনাদের মনকে প্রশান্ত করতে পারেন যা আপনাদেরকে সর্বদা ভাবিয়ে তুলতো!! আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন তো; যখন আপনারা স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন যে এ আর্মি, পুলিশ, রাফিদী ও নুসাইরীরা কী করেছে!! যারা আপনাদের উত্তম লোকদের হত্যা করেছে, আপনাদের পবিত্র বস্তুসমূহের পবিত্রতা বিনষ্ট করেছে, আপনাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করেছে, আপনাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, আপনাদের ঘর-বাড়ি ও ফসলাদি জ্বালিয়ে দিয়েছে, এবং আপনাদের দ্বীনকে বিনাশ করতে ও আপনাদের চরিত্রকে বিকৃত করতে ক্রুসেডার, অগ্নি পূজারী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও রাশিয়ানদের সাথে জোট বেঁধেছে.. আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন তো, আপনারা কি এখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোন দ্বিধা পোষণ করেন!? বরং আপনারা কি এখন তাদের কুফুরীর ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করেন যারা প্রশস্ততম দরজা দিয়ে কুফুরীতে প্রবেশ করেছে!? আল্লাহর কসম! আমরা ইসলাম ভঙ্গের দশ কারণের যে কারণই খুঁজেছি তাই তাদের মাঝে বিদ্যমান পেয়েছি!! আপনারাও এটি ভাল করেই জানেন...

হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! এরা কাফির, মুরতাদ ও মুনাফিক। সুতরাং মন্দ আলেম ও তাগুতদের দরবেশের কথা শ্রবণ করবেন না যারা সামান্য পার্থিব ভোগের বিনিময়ে মানুষের কাছে তাদের দ্বীনের বিষয় বিভ্রাট পূর্ণ করে তোলে। {হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই অনেক ধর্মগুরু ও ইবাদত গুজার মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে ও আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে} {হে কিতাবধারীরা! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে ফেল ও সত্যকে গোপন কর অথচ তোমরা জান?} মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও কাফিরদের বন্ধু বানাবার ক্ষেত্রে যে তাদেরকে সত্যায়ন করবে ও তাদের আদেশ মান্য করবে সে আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করবে, {তারা তাদের ধর্মগুরু ও ইবাদত গুজারদেরকে এবং মাসীহ ইবনে মারয়ামকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে এক ইলাহের ইবাদত করতে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চির পবিত্র তারা যে শিরক করে তা থেকে।} সুতরাং তাদেরকে সত্যায়ন করবেন না, তারা আল্লাহর মোকাবেলায় আপনাদের কোনই উপকার করতে পারবে না। তাদেরকে সত্যায়ন করবেন না যদি তারা আপনাদেরকে বলে যে, জিহাদের জামানা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। না, আল্লাহর কসম! এখনই লড়াইয়ের সময় এসেছে। সালামাহ ইবনে নুফাইল আল কিন্দী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট

বসা ছিলাম। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল! মানুষ ঘোড়াকে হেয়জ্ঞান করেছে (অর্থাৎ তুচ্ছজ্ঞান করেছে) এবং অস্ত্র রেখে দিয়েছে, তারা বলছে, কোন জিহাদ নেই, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেহারা ফিরিয়ে মনোনিবেশ করলেন এবং বললেন, (তারা মিথ্যা বলেছে, এখনই লড়াইয়ের সময় এসেছে; আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর লড়াই করতেই থাকবে, আর আল্লাহর তাদের প্রতি এক সম্প্রদায়ের অন্তরকে বক্র করবেন ও তাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতা দান করবেন যতক্ষণ না কেয়ামত প্রতিষ্ঠা হয় ও যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা নেমে আসে; কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের কেশগুচ্ছে কল্যাণ বেঁধে রাখা হয়েছে।) হাদিসটি সহিহ, আহমাদ, নাসাঈ ও তাবরানী এটি বর্ণনা করেছেন।

হে জিহাদ পরিত্যাগকারী মুসলিমগণ! আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন ও আপনাদের দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন, যে দ্বীন হচ্ছে জিহাদ। জিহাদের ঘোষক এ বলে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, এসো জিহাদের দিকে, {হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন এমন বিষয়ের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন্ত করে} ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "যা তোমাদেরকে জীবন্ত করে অর্থাৎ জিহাদ।" আপনারা জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। আপনারা প্রত্যাবর্তন করুন {আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না} এখানে ধ্বংস হল জিহাদ ছেড়ে দেয়া ও দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া যেমনটি তাফসীর গ্রন্থসমূহে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে।

হে জিহাদ পরিত্যাগকারীগণ! আমরা আপনাদের অপেক্ষায় থাকব। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা দাওলাতুল ইসলামের প্রতিটি প্রশিক্ষণ শিবিরে আমরা আপনাদের অপেক্ষায় থাকব। আমরা আপনাদের অপেক্ষা করব যাতে আপনারা আপনাদের দ্বীনকে সাহায্য করতে পারেন ও আপনাদের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) খচিত ঝাণ্ডাকে উঁচু করতে পারেন। আমরা আপনাদের অপেক্ষা করব যাতে আপনারা আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করতে পারেন ও উভয় কল্যাণের একটি অর্জন করে সফল হতে পারেন। হয় বিজয় নয়তো শাহাদাহ। যদি আপনারা বাঁচেন তাহলে বাঁচবেন সম্মানিত হয়ে আর যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে মৃত্যুবরণ করবেন শহীদ হয়ে। অভিনন্দন জান্নাত ও তার নিকটবর্তিতার, কোমল ও শীতল পানীয় যার, ঘনিয়ে এসেছে সময় রোমের শাস্তি পাবার, তাদের সম্মুখীন হলে আঘাত হানার দায়িত্ব আমার।

যদি আপনারা না পারেন তাহলে আপনাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য নারীদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিন যেমনটি ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) তারা জামানার লোকদেরকে বলেছিলেন, "হে লোকসকল! যুদ্ধের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে ও জিহাদের ঘোষক ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে এবং আসমানের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তো যদি তোমরা যুদ্ধের অশ্বারোহী না হও তাহলে নারীদের জন্য পথ উন্মোচন করে দাও, তারাই যুদ্ধ পরিচালনা করবে। আর হে দাড়ি ও পাগড়ীধারী নারীরা! তোমরা গিয়ে সুরমা ও সুগন্ধি লাগাও।"

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে তাঁর
সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত জিহাদের পথে অবিচল রাখেন,
এবং তাঁর পথে জিহাদের জন্য জিহাদ পরিত্যাগকারী
মুসলিমদের বক্ষকে উন্মোচন করে দেন, জিহাদ ও শাহাদাহকে
তাদের কাছে পছন্দনীয় ও তাদের অন্তরে সুসজ্জিত করে দেন,
বসে থাকা ও ভীরুতাকে তাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দেন ও
তাদের অন্তর থেকে তা দূর করে দেন,
আর হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর
পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।